দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

NOV. 26 2002

ঢাকা ভার্সিটিতে আগামী বছর থেকে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ আগামী বছর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে বলে জানা যায়। গত রবিবার ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চার বছরের কোর্সের মর্যাদা কি হবে তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিতর্কের সৃষ্টি হলে এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের এক সভায় প্রোভিসি অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দারকে আহ্বায়ক করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যতশীঘ্র সম্ভব গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করার সুপারিশ করে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের পপুলেশন ২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ

ঢাকা ভার্সিটিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সায়েন্সেস, উইমেন ষ্টাডিজ বিভাগ ছাড়াও বেশ কয়েক বছর পূর্বে বাণিজ্য অনুষদে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়েছে।

গত রবিবার সিন্ডিকেট সভায় গ্রেডিং পদ্ধতি ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তগুলো হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রীকে দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ বছর মেয়াদী ডিগ্রীর সমতুল্য বলে গণ্য করা হবে এবং সরকারী-আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণীর চাকরির ক্ষেত্রে এ ডিগ্রীধারীকে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা মাস্টার্স ডিগ্রী হবে। যারা ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় পাস করবে তারা সবাই মাস্টার্স পর্যায়ে থিসিস অথবা নন-থিসিস গ্রুপে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সিদ্ধান্ত নেবে।